যুগান্তর

তারিখ 11 JUN 2012 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ফের আন্দোলনের মাঠে বুয়েট শিক্ষকরা : ভিসিকে বয়কট

যুগান্তর রিপোর্ট

ফের আন্দোলনে যাচ্ছেন বুয়েট শিক্ষকরা। এক মাসের আলটিমেটামেও দাবি আদায় না হওয়ায় তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে দেশের রাজনীতিমুক্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত বুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম আবারও বিঘ্নিত হতে যাচ্ছে। ভিসি-প্রোভিসির পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন বুয়েট শিক্ষকরা। শিক্ষক সমিতির ডাকে শিক্ষকরা এই আন্দোলন করেন। তারা ৬ এপ্রিল থেকে এক মাসেরও বেশি ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বুয়েট অ্যালামনাই, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন কর্মকর্তারা মধ্যস্থতা করেন। তবে 'সালিশ মানি কিন্তু তালগাছ আমার'— এ মনোভাবের কারণে তারা সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। শেষে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষক সমিতি সে সময় কর্মসূচি এক মাসের জন্য স্থগিত করে। তাদের এই আলটিমেটাম রোববার শেষ হয়। শনিবার রাতে ফের জরুরি সাধারণ সভায় মিলিত হন বুয়েট শিক্ষকরা। এতে তারা ফের আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক দফা দাবিতে ৩০ জুন পর্যন্ত সপ্তাহে এক দিন মানববন্ধন ও মৌনমিছিল করবেন শিক্ষকরা। এর মধ্যেও সরকার তাদের দাবি পূরণ না করলে নতুন কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম জানান, সরকারপ্রধানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছিলেন। কিন্তু এক মাসেও শিক্ষকরা দাবি পূরণের কোন লক্ষণ দেখছেন না। এ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষকরা ফের আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, ৩০ জুন পর্যন্ত মূলত নতুন করে সরকারকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে তারা কখনও মৌনমিছিল আবার কখনও মানববন্ধন করে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু তারা ক্লাস নেবেন। আর এর পাশাপাশি তারা ভিসিকে 'সামাজিকভাবে বয়কট' করবেন। তাকে কোন সভা-সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। তিনি কোন অনুষ্ঠানে গেলে শিক্ষকরা সেখানে যান না। অধ্যাপক ইসলাম বলেন, সরকার বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এটা তাদের দাবি নয়। কিন্তু সরকার গঠন করলেও তাতে যে সদস্য রাখা হয়েছে তার মাধ্যমে সঠিক কিছু বের হবে না। কেননা, সিন্ডিকেট সদস্য নন এমন তিনজন ডিনকে কমিটিতে রাখা হলে অনেক কিছু বের হতো। কিন্তু তা না করে মাত্র একজন ডিনকে রাখা হয়েছে। শিক্ষক সমিতি প্রথমে মোট ১৭ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে। তাদের অভিযোগের মধ্যে ছিল— বুয়েটে শিক্ষকসহ বিভিন্ন নিয়োগে দলীয়করণ ও মেধাকে উপেক্ষা। এ ছাড়া ভূতাপেক্ষ নিয়োগ জটিলতা, পরীক্ষানিয়ন্ত্রক কাজে ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে বিমাতাসুলভ আচরণ, অভ্যন্তরীণ পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল প্রদানে বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান, বিশেষ ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ) ছাত্র ক্যাডারদের নামে অত্যাচার, চাঁদাবাজি, আক্রমণ ইত্যাদি চালানো এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগ না নেয়া, গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলে বিধিবহির্ভূতভাবে সদস্য মনোনয়ন করে বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও সংগঠনটিকে বিতর্কিত করা ইত্যাদি। পরে তা ১ দফায় রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় বুয়েট ভিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। দাবিগুলোর ব্যাপারে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, তারা ১৭ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। এ আন্দোলন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু প্রশাসন দলবাজ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করে বুয়েট পরিস্থিতি জটিলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন দাবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ভঙ্গ ও অর্ধশতাধিক সিনিয়র শিক্ষককে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় একজনকে প্রোভিসি করা হয়েছে।